সফলতার গল্প: আধুনিক প্রযুক্তিতে কৃষিতে রূপান্তর – মো: শহীদুল্লাহর সাফল্যগাঁথা

ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলার ডৌহাখলা ইউনিয়নের তাঁতকুড়া গ্রামের কৃষক মো: শহীদুল্লাহ একসময় ছিলেন একেবারেই প্রচলিত কৃষিপদ্ধতির অনুসারী। তিনি বিভিন্ন কৃষকের জমি লিজ নিয়ে ধান, ঢেঁড়স, লাউ, শসা ও শীতকালীন টমেটো আবাদ করতেন। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে আবাদ করায় উৎপাদন খরচ প্রায়ই উঠত না, লাভ তো দূরের কথা। আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান ও ব্যবহার না থাকায় তিনি উন্নত বীজ, সেচ, সার প্রয়োগ এবং রোগবালাই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলেন। ফলন যেমন হত কম, তেমনি সময়মতো ফসল উৎপাদন না হওয়ায় বাজারমূল্যও মিলত না কাঙ্ক্ষিতভাবে।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আসে তখন, যখন তিনি উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মহোদয়ের পরামর্শ মোতাবেক তার ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসারের পরামর্শ গ্রহণ শুরু করেন। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহী হয়ে তিনি প্রথমেই উন্নতমানের ধানের জাত ব্রি ধান-৮৯ ব্যবহার করেন। সেই সাথে শুরু করেন সুষম সার ব্যবস্থাপনা ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন। ফলাফল আসে দ্রুত, পূর্বে যেখানে প্রতি বিঘায় ধানের ফলন ছিল ১৮-১৯ মণ, তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫-২৮ মণে। উৎপাদন খরচও কমে যায় প্রায় ২০%।

এই সফলতা ছিল তার পথচলার টার্নিং পয়েন্ট। এরপর তিনি একে একে ঢেঁড়স, লাউ, শসা, ও শীতকালীন টমেটো চাষে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে থাকেন এবং সবখানেই সাফল্যের মুখ দেখতে পান। কৃষিবিদ নিলুফার ইয়াসমিন জলি, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে তার যোগাযোগ নিয়মিত হয়ে উঠে। তার আগ্রহ ও নিষ্ঠা দেখে "বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প"-এর আওতায় তাকে রঙিন ফুলকপির প্রদর্শনী বরাদ্দ দেন। তা তিনি তার ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসার সুমন চন্দ্র সরকার এর পরামর্শে বাস্তবায়ন করেন।

গৌরীপুরে রঙিন ফুলকপির প্রথম আবাদ

উক্ত প্রদর্শনী ছিল গৌরীপুর উপজেলায় রঙিন ফুলকপির প্রথম আবাদ, যা স্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বেশ সাড়া ফেলে। নিবিড় পরিচর্যা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দিকনির্দেশনায় তিনি এই আবাদেও ব্যাপক সফলতা অর্জন করেন।

পলিনেট হাউজ ও ফুলচাষ

এই ধারাবাহিকতায় "বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প"-এর আওতায় উপজেলা কৃষি অফিস, গৌরীপুর মো: শহীদুল্লাহর নিজ জমিতে একটি **পলিনেট হাউজ** স্থাপন করে দেয়া হয়। তিনি সেখানে প্রথমবার **গ্লাডিওলাস ফুল** আবাদ করেন এবং প্রায় **৫০,০০০ টাকা** লাভ করেন। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি **গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের** আগ্রহ প্রকাশ করেন।

পলিনেটে গ্রাফটিং টমেটো: কৌশলী কৃষির নতুন দিগন্ত

উপজেলা কৃষি অফিসের সহায়তায় তিনি **গ্রাফটিং টমেটো** চাষে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। রাস্তার ধারের ঝোপঝাড় থেকে তিনি কাঁটা বেগুনের বীজ সংগ্রহ করে সীডলিং ট্রে ও কোকোপিট ব্যবহার করে চারা উৎপাদন করেন।

এরপর:

- কাঁটা বেগুনের চারার বয়স ৪৫ দিন হলে এবং
- বারি টমেটো-৮ (Bangladesh Agricultural Research Institute কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত) এর চারার বয়স ২৫ দিনে পৌঁছালে,তিনি কাঁটা বেগুনের রুটস্টকের সাথে বারি টমেটো-৮ সায়নের গ্রাফটিং করেন। গ্রাফটিং-এর ১৫ দিন পর তিনি চারা মূল জমিতে রোপণ করেন।

এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত টমেটো ঢলেপড়া রোগপ্রতিরোধী, উৎপাদনশীল ও দীর্ঘমেয়াদি ফলনক্ষম হয়। এই প্রক্রিয়ায় তার মোট **১৮,০০০/- টাকা বিনিয়োগ** হয়। যা থেকে ফলন শুরু প্রথম মাসেই তিনি **৭০,০০০/- টাকা বিক্রয়** করতে সক্ষম হন, যা তাকে আর্থিকভাবে আরও বেশি স্বাবলম্বী করে তোলে। তিনি আশা করছেন যে, তিনি আনুমানিক **মোট ১,৫০,০০০/- টাকার** টমেটো বিক্রয় করতে পারবেন।

মো: শহীদুল্লাহর গ্রীষ্মকালীন গ্রাফটিং টমেটো উৎপাদন কৌশল সম্পর্কে বলেন, তিনি-

- কাঁটা বেগুনের বীজ সংগ্রহ মার্চের ২৭ তারিখ। কাঁটা বেগুনের সীডলিং ট্রেতেবীজ বপন করেন: ৫/এপ্রিল।
- বারি টমেটো-৮ এর বীজবপন: এপ্রিল/২০২৫; গ্রাফটিং এর তারিখ: ২৯মে/২০২৫।
- মূল জমি/বেড তৈরী: ২৫মে.২০২৫
- সার প্রয়োগ:২৮মে/২০২৫

সার প্রয়োগের পরিমাণঃ

- ভার্মিকম্পোষ্ট: ১০০ কেজি
- ডিএপি: ৫ কেজি
- এমওপি: ৬কেজি
- জিপসাম: ২.৫ কেজি
- জিংক: ৩০০ গ্রাম
- বোরণ: ৫০০ গ্রাম

মূল জমিতে চারা রোপন: ৬জুন/২০২৫ ও আগাছা পরিষ্কার: ১৮জুন/২০২৫

পোকামাকড় দমন

- লেদা পোকা দমন: বায়োচমক ১৬ লিটার পানিতে১৬ মিলি+ বায়োবিটিকে১৬ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম।
- থ্রিপস ও মাকড় দমন: বায়োট্রিন ১৬ লিটার পানিতে২৫ মিলি+ ইকোম্যাক ১৬লিটার পানিতে ২৫মিলি

লেট ব্লাইট দমনে: ডিএমসি ১৬ লিটার পানিতে ৩২ গ্রাম

প্রথম ফুল আসে ২৭ জুন/২০২৫

প্রথম ফুল ফোটে ৩ জুলাই/২০২৫

ফুলে ৪ সিপিএ স্প্রেপ্রতিলিটার পানিতে ৫ মিলিহারে।

উৎপাদন খরচ:

জমিতৈরিও বেড প্রস্তুত - ২০০০

গ্রাফটিং চারা তৈরি- ১০০০০

(টমেটোর চারা প্রতিবর্তমান বাজার দর ১০ টাকা)

জৈব সার- ২০০০

রাসায়নিক সার- ১,০০০

কীটনাশক ও হরমোন- ২০০০

আগাছা পরিষ্কার - ৫০০

গাছেপুনিং করা- ৫০০

মোট- ১৮,০০০ টাকা

উত্তলন ও বিক্রয়:

প্রথম ফল উত্তোলন- ৪ আগষ্ট-৩কেজি, বিক্রয়-৬০০ টাকা

দ্বিতীয় ফল উত্তোলন-৬ আগষ্ট-২০ কেজি, বিক্রয়-৩২০০ টাকা।

তৃতীয় ফল উত্তোলন- ৭ আগষ্ট -২০ কেজিবিক্রয় ৩২০০ টাকা।

৪র্থফল উত্তোলন- ৯ আগষ্ট -৪০ কেজি, বিক্রয়- ৬৪০০ টাকা।

৫ম ফল উত্তোলন- ১১ আগষ্ট -৮০ কেজি, বিক্রয়-১২৮০০ টাকা।

৬ষ্ঠ ফল উত্তোলন- ১২ আগষ্ট -৪০ কেজি, বিক্রয়-৬৪০০ টাকা।

৭ম ফল উত্তোলন- ১৪ আগষ্ট -৮০ কেজি, বিক্রয়-১২৮০০ টাকা।

৮ম ফল উত্তোলন- ১৫ আগষ্ট -৫০ কেজি, বিক্রয়-৮০০০ টাকা।

৯ম ফল উত্তোলন- ১৬ আগষ্ট -৯০ কেজি, বিক্রয়- ১৩৯০০ টাকা।

মোট: ৪২৩ কেজি, বিক্রয়- ৬৭৩০০

মো: শহীদুল্লাহর গল্পটি বাংলাদেশের অন্যান্য কৃষকদের জন্য একটি অনুকরণীয় উদাহরণ। আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত বীজ, সঠিক সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা এবং উপজেলা কৃষি অফিস ও কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শকে কাজে লাগিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, ইচ্ছাশক্তি ও পরিশ্রম থাকলে কৃষি থেকেও সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায়। তার এই সাফল্য শুধু একটি ব্যক্তির নয়, বরং সমগ্র অঞ্চলের জন্যই অনুপ্রেরণার উৎস।